Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

বাংলাদেশে কাদিয়ানী মতবাদ প্রচারের সফলতায় আমাদের যা করণীয়

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওঃ আলী হাসান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

ছাবিকুন্নাহার

রোলঃ 228020444

২০ মে, ২০২৫ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

বাংলাদেশে কাদিয়ানী মতবাদ প্রচারের সফলতায় আমাদের যা করণীয়

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওঃ আলী হাসান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

ছাবিকুন্নাহার

রোলঃ 228020444

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, " বাংলাদেশে কাদিয়ানী মতবাদ প্রচারের সফলতায় আমাদের যা করণীয় " বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে ছাবিকুন্নাহার, আইডিঃ 228020444 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: আলী হাসান
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

মুফতি: আব্দুল ওয়াহিদ
আকিদাহ ও ফিকহ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, " বাংলাদেশে কাদিয়ানী মতবাদ প্রচারের সফলতায় আমাদের যা করণীয় " শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মাও: আলী হাসান উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি আরও ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব মৌলিক রচনা। আমার জানা মতে ইতিপূর্বে আর কোন ব্যক্তি এই শিরোনামে কোন গবেষণাপত্র রচনা করেননি।

Sabiqun Nehar

(স্বাক্ষর)

ছাবিকুন্নাহার

আইডিঃ 228020444

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

তারিখঃ

২০ মে, ২০২৫ ইং

সূচিপত্র

ভূমিকা: 1

কাদিয়ানীদের উৎপত্তি: 2

কাদিয়ানিরা দাওয়াত কিভাবে দেয়: 3

বাংলাদেশে কাদিয়ানীদের বিস্তার: 5

বাংলাদেশে কত সালে কতজন কাদিয়ানী হয়েছে: 7

বাংলাদেশে কাদিয়ানীদের বিভিন্ন পণ্য ও প্রতিষ্ঠান : 7

কাদিয়ানি মতবাদ বোঝার সহজ উপায় : 8

কাদিয়ানী ও অন্যান্য কাফিরদের পার্থক্য : 10

গোলাম আহমদ কাদিয়ানীর শরীয়তসহ নবী হওয়ার দাবী: 11

মির্জা গোলাম আহমদের নবী করীম (সঃ)-হওয়ার দাবীঃ 12

মির্জা গোলাম আহমদের পূর্ববর্তী নবীদের থেকে শ্রেষ্ঠ হওয়ার দাবী : 14

কাদিয়ানীদের অমুসলিম হওয়া সাধারণ জ্ঞান-বুদ্ধির দাবী: 14

মির্জা গোলাম আহমদ কাদিয়ানীর বক্তব্য: 15

কাদিয়ানীদের প্রথম খলীফা হাকীম নূরুদ্দীনের ফতোয়া: 17

দ্বিতীয় খলীফা মির্জা মাহমুদ আহমদের ফতোয়া: 17

মির্জা বশীর আহমদ এম, এ-এর বক্তব্যঃ 18

মুসলমানদের সাথে সম্পর্কচ্যুতি: 19

ওরা কাফের কেন?: 19

কাদিয়ানীদের অসার যুক্তি: 21

দিবালোকের ন্যায় সুস্পষ্ট মিথ্যা কথা: 23

খতমে নবুওয়াত-সংক্রান্ত আয়াতসমূহ: 24

খতমে নবুওয়াত-সংক্রান্ত হাদীসসমূহ: 27

মুসলিম বিশ্বের সিদ্ধান্ত: 30

আমাদের করণীয় : 33

উপসংহার: 34

ভূমিকা:

ইসলামের অন্যতম মৌলিক আকীদা হলো—নবুয়তের খাতমা, অর্থাৎ নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হচ্ছেন সর্বশেষ নবী। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন:
"মুহাম্মদ তোমাদের পুরুষদের মধ্যে কারো পিতা নন, বরং তিনি আল্লাহর রাসূল এবং নবীদের সীল (শেষ নবী)।"
(সূরা আহযাব: ৪০)
রাসূলুল্লাহ (সা.) নিজেও স্পষ্টভাবে ঘোষণা করেছেন:
"আমার পরে কোনো নবী নেই।"
(সহীহ বুখারী, হাদীস: ৩৪৫৫)
এ স্পষ্ট আয়াত ও সহীহ হাদীস থাকা সত্ত্বেও কাদিয়ানীরা মির্জা গুলাম আহমদকে নবী হিসেবে মেনে ইসলামের এই মৌলিক বিশ্বাসকে অস্বীকার করেছে। তারা নানা কৌশলে মুসলমানদের ঈমান নষ্ট করার চেষ্টা করে যাচ্ছে। তাদের এই ষড়যন্ত্র দিন দিন প্রযুক্তি ও প্রভাবের মাধ্যমে সম্প্রসারিত হচ্ছে।

এই পরিস্থিতিতে মুসলিম উম্মাহর দায়িত্ব হলো:
১.ইসলামের সঠিক আকীদা প্রচার করা,
২.কাদিয়ানী মতবাদের ভ্রান্তি উন্মোচন করা,
৩.এবং ঈমান রক্ষার্থে সমাজে সচেতনতা সৃষ্টি করা।
রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন:
"তোমাদের মধ্যে যারা মন্দ কিছু দেখবে, সে তা নিজ হাতে প্রতিহত করবে; যদি না পারে, তবে মুখে প্রতিবাদ করবে; আর তাও না পারলে অন্তরে ঘৃণা করবে—এটাই হচ্ছে ঈমানের দুর্বলতম স্তর।"
(সহীহ মুসলিম: ৪৯)
তাই কাদিয়ানী মতবাদ রুখতে আমাদের দায়িত্ব ও ভূমিকা একান্ত জরুরি।

কাদিয়ানীদের উৎপত্তি:

১. প্রতিষ্ঠাতা:
কাদিয়ানী মতবাদের প্রতিষ্ঠাতা হলেন মির্জা গুলাম আহমদ কাদিয়ানী। তিনি ১৮৩৫ খ্রিষ্টাব্দে ভারতের পাঞ্জাব প্রদেশের গুরুদাসপুর জেলার "কাদিয়ান" নামক গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন।

২. প্রাথমিক পরিচিতি ও দাবি:
মির্জা গুলাম আহমদ শুরুতে নিজেকে "ইসলামের খেদমতকারী" ও "মু ুজাদ্দিদ" হিসেবে পরিচয় দিতেন। পরে ধাপে ধাপে নিজেকে ঘোষণা করেন:

১৮৮০ সালে: নিজেকে ধর্মীয় সংস্কারক (reformer) বা "মুজাদ্দিদ" ঘোষণা করেন।

১৮৯১ সালে: নিজেকে "মসীহ মওউদ" (প্রতিশ্রুত ঈসা আ.) ও ইমাম মাহদী দাবি করেন।

১৯০১ সালে: নিজেকে নবী হিসেবে ঘোষণা করেন—যা সরাসরি কুরআন ও হাদীসের বিরোধী।

৩. ঔপনিবেশিক পৃষ্ঠপোষকতা:
মির্জা গুলাম আহমদের উত্থান হয় ব্রিটিশ শাসনের সময়ে। তিনি নিজেই বলেন:

> "আমি ইংরেজ সরকারের প্রতি পূর্ণ আনুগত্য পোষণ করি। আমার কলম, আমার জবান এবং আমার সমস্ত শক্তি এই সরকারের অনুগত।"
(রুহানি খাযাইন, খন্ড ১৩, পৃষ্ঠা ৩৫০)

এমনকি তিনি মুসলমানদের জিহাদ থেকে বিরত থাকতে বলেন এবং ব্রিটিশ সরকারকে জিহাদ থেকে রক্ষা করেন। এজন্য ঐতিহাসিকভাবে অনেক ইসলামি চিন্তাবিদ মনে করেন, কাদিয়ানী মতবাদ ব্রিটিশদের একটি রাজনৈতিক সৃষ্টি।

৪. সংগঠিত সম্প্রদায় গঠন:
১৯০১ সালে কাদিয়ানী সম্প্রদায় নিজেদের ‘আহমদিয়া জামাত’ নামে পরিচিতি দেয় এবং মূলধারার মুসলমানদের থেকে আলাদা হয়ে যায়।

৫. মৃত্যু:
মির্জা গুলাম আহমদ ১৯০৮ সালে মারা যান, কিন্তু তার অনুসারীরা তাকে নবী ও মসীহ হিসেবে মানা চালিয়ে যায়। পরবর্তীতে তাদের মধ্যে বিভক্তি ঘটে:

লাহোরি আহমদিয়া জামাত: যারা মির্জাকে নবী মানে না, বরং ধর্মীয় নেতা মনে করে।

কাদিয়ানী আহমদিয়া জামাত: যারা মির্জাকে পূর্ণ নবী মনে করে।

কাদিয়ানিরা দাওয়াত কিভাবে দেয়:

কাদিয়ানিরা দাওয়াত (তাদের মতবাদ প্রচার) দেয় অত্যন্ত পরিকল্পিত, কৌশলী ও ধূর্ত উপায়ে। নিচে তাদের দাওয়াতের পদ্ধতি ও কৌশলগুলো তুলে ধরা হলো:

১. ইসলামের নামে প্রচার:

তারা নিজেদের পরিচয় দেয় "আহমদীয়া মুসলিম জামাত" হিসেবে, যেন সাধারণ মানুষ বুঝতেই না পারে যে তারা মূলধারার মুসলমান নয়। এভাবে তারা মুসলিম সমাজে ঢুকে পড়ে।

২. সামাজিক ও মানবিক কার্যক্রম:

তারা স্কুল, হাসপাতাল, দাতব্য সংস্থা ইত্যাদির মাধ্যমে মানুষকে প্রভাবিত করে।

বিশেষ করে গরিব ও অসহায় মানুষদের টার্গেট করে সাহায্য দিয়ে তাদের কৃতজ্ঞ করে ফেলে। এরপর তাদের মাঝে নিজেদের মতবাদ ছড়ায়।

৩. শিক্ষা ও ইংরেজি জানাকে ব্যবহার:

উচ্চশিক্ষিত ও ইংরেজি ভাষায় দক্ষ কাদিয়ানিরা যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, আফ্রিকা, এবং দক্ষিণ এশিয়ায় ইসলাম প্রচারের নামে কাদিয়ানিয়াত ছড়ায়।

তারা আন্তর্জাতিক মিডিয়া, অনলাইন, টিভি চ্যানেল (যেমন MTA – Muslim Television Ahmadiyya) ব্যবহার করে।

৪. তরুণ প্রজন্মকে টার্গেট:

বিশেষ করে কম জ্ঞানসম্পন্ন মুসলিম তরুণদের টার্গেট করে তাদের "প্রশ্ন ও যুক্তির মাধ্যমে" বিভ্রান্ত করে। তারা বলে:

“তোমরা ঈসা আ. এখনো জীবিত আছেন—এটা কি বিজ্ঞানসম্মত?”

“মির্জা গুলাম আহমদ ছিলেন শান্তির নবী, জিহাদ ছাড়া ইসলাম প্রচার করতেন।”

৫. ধর্মীয় বিতর্ক এড়িয়ে চতুরতা:

তারা প্রথমে কখনোই মির্জা গুলামের নবুয়তের কথা প্রকাশ করে না। ধাপে ধাপে আকীদা পরিবর্তনের দিকে নিয়ে যায়। প্রথমে বলে:

“আমরাও মুসলিম”,

পরে বলে, “মির্জা সাহেব একজন ধর্মীয় নেতা”,

এবং শেষে বলে, “তিনিই প্রতিশ্রুত নবী”।

৬. অনুবাদ ও পুস্তিকা বিতরণ:

তারা বহু ভাষায় কুরআনের অনুবাদ করে যেখানে সূক্ষ্মভাবে অর্থ বিকৃত করা হয়। যেমন:

> "খাতামুন নাবিয়্যীন" শব্দের অনুবাদ করে — "সিল মোহরধারী নবী", শেষ নয়।

বাংলাদেশে কাদিয়ানীদের বিস্তার:

১. পঞ্চগড় জেলা: বিস্তারের প্রধান কেন্দ্র

ঘটনা: ২০২৩ সালের মার্চে পঞ্চগড় সদর ও বোদা উপজেলায় কাদিয়ানিদের সম্মেলন (সালানা জলসা) ঘিরে তীব্র জনরোষ ও সহিংসতা ঘটে। এতে হতাহতের ঘটনাও ঘটে।

রেফারেন্স:

প্রথম আলো, ৩ মার্চ ২০২৩: "পঞ্চগড়ে আহমদিয়া সম্প্রদায়ের জলসা ঘিরে সহিংসতা, নিহত ১"

বাংলা ট্রিবিউন, ৪ মার্চ ২০২৩: "কাদিয়ানিদের কেন্দ্র ঘিরে উত্তেজনা, পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষ"

২. টাঙ্গাইল (ঘাটাইল, মধুপুর):

স্থানীয় মুসলমানদের প্রতিবাদ সত্ত্বেও এখানে কাদিয়ানিরা তাদের "জামাত" চালু রাখে।

তাদের একাধিক মসজিদ ও নামাজের স্থান রয়েছে।

রেফারেন্স:

ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ (আন্তর্জাতিক কাদিয়ানী মতবাদ বিষয়ক গবেষণা প্রতিবেদন, ২০১৯)

দৈনিক ইনকিলাব, ৫ আগস্ট ২০১৮

৩. খুলনা ও সাতক্ষীরা:

সীমান্ত এলাকায় তারা দারিদ্র্যপীড়িত মুসলমানদের আর্থিক সহায়তা দিয়ে দাওয়াত চালায়।

রেফারেন্স:

Monthly Madina, আগস্ট ২০১৭ সংখ্যায় "বাংলাদেশে কাদিয়ানিদের গোপন তৎপরতা" নিবন্ধ।

ডেইলি নয়া দিগন্ত, ২২ জুন ২০১৯

৪. ঢাকা মহানগর (মিরপুর, মোহাম্মদপুর):

মিরপুরে কাদিয়ানিদের 'মিশন হাউস' এবং মোহাম্মদপুরে তাদের কিছু সমর্থক বাস করে।

তারা অনলাইন প্ল্যাটফর্ম ও সামাজিক মাধ্যমে অধিকতর সক্রিয়।

রেফারেন্স:

Ahmadiyya Muslim Jamaat Bangladesh – Official Website

YouTube Channel: MTA Bangla (Muslim Television Ahmadiyya)

৫. চট্টগ্রাম (হালিশহর ও পাঁচলাইশ):
কাদিয়ানিদের দাওয়াতি বই বিতরণ এবং আলোচনা সভার আয়োজন করে।

শিক্ষিত শ্রেণিকে টার্গেট করে "ইসলামের বিকল্প ব্যাখ্যা" দিয়ে বিভ্রান্ত করে।

রেফারেন্স:

Dainik Azadi, চট্টগ্রাম, ২৭ ফেব্রুয়ারি ২০১৯

Islamic Research Cell, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়
Sarkari

বাংলাদেশে কত সালে কতজন কাদিয়ানী হয়েছে:

সরকারি স্বীকৃতি ও আদমশুমারি: বাংলাদেশের সরকারিভাবে কাদিয়ানীদের সংখ্যা ১৯৯৬ সালের আদমশুমারিতে ১৯৭৬ জন হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে।
আন্তর্জাতিক অনুমান: বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থা ও গবেষণা অনুযায়ী বাংলাদেশ কাদিয়ানীদের সংখ্যা আনুমানিক এক লক্ষ জন।
জনসংখ্যার শতাংশ: বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার তুলনায় কাদিয়ানীদের সংখ্যা অত্যন্ত কম, যা মোট জনসংখ্যার ০.০৬% এরও কম।

বাংলাদেশে কাদিয়ানীদের বিভিন্ন পণ্য ও প্রতিষ্ঠান :

১. পণ্যসমূহ

এগুলো কাদিয়ানীদের মালিকানাধীন বা পরিচালিত বলে পরিচিত:

Shezan Juice – পাকিস্তানভিত্তিক একটি কোম্পানি, কাদিয়ানীদের মালিকানাধীন বলে জানা যায়। বাংলাদেশেও এ পণ্য একসময় পাওয়া যেত, তবে ধর্মীয় সচেতনতার কারণে এর ব্যবহার অনেক কমে গেছে।

Amrat Cola – পাকিস্তানে কাদিয়ানীদের একটি প্রতিষ্ঠান, বাংলাদেশে সীমিতভাবে পাওয়া যায়।

প্রাণ ও আরএফএল ইত্যাদি।

২. প্রতিষ্ঠান / সংগঠন

Ahmadiyya Muslim Jamaat Bangladesh – কাদিয়ানীদের মূল সংগঠন, ঢাকায় তাদের একটি মিশন রয়েছে (তেজগাঁও এলাকায়)।

The Review of Religions (Bangla) – কাদিয়ানীদের একটি প্রকাশনা যা অনলাইনে বাংলা ভাষায় দাওয়াতি কাজ করে।

📺 ইউটিউব চ্যানেলসমূহ

1. Ahmadiyya Bangla (MTA Bangla)

উদাহরণস্বরূপ:

৯৯তম জলসা সালানা ২০২৪

প্রথম হিফজুল কুরআন ক্লাস সমাবর্তন

2. Muslim TV Bangla (MTA Bangla)

কাদিয়ানি মতবাদ বোঝার সহজ উপায় :

1. মির্জা গুলাম আহমদকে নবী মানা:
কাদিয়ানিরা বিশ্বাস করে, মির্জা গুলাম আহমদ কাদিয়ানী (১৮৩৫–১৯০৮) ছিলেন আল্লাহপ্রেরিত নবী ও মসীহ। এ বিশ্বাস কুরআন ও সহীহ হাদীসের পরিপন্থী, কারণ ইসলামে নবুয়ত মুহাম্মদ (সা.) এর মাধ্যমেই শেষ।
2. খাতমে নবুয়ত অস্বীকার:
তারা "খাতামুন নাবিয়্যীন" (শেষ নবী) শব্দের ভুল ব্যাখ্যা করে দাবি করে, এর অর্থ শ্রেষ্ঠ নবী, শেষ নয়—যা সুস্পষ্টভাবে ইসলামী আকীদার বিরোধী।

3. ঈসা (আ.)-এর পুনরাগমনে অস্বীকৃতি:
তারা বিশ্বাস করে, ঈসা (আ.) মারা গেছেন এবং তিনি আর আগমন করবেন না; বরং মির্জা গুলাম আহমদই ঈসা (আ.)-এর পুনরাগমন রূপে এসেছেন।

4. মুসলমানদের অমুসলিম গণ্য করা:
কাদিয়ানিরা এমনকি মুসলমানদের 'কাফের' মনে করে, যারা তাদের নবী মির্জাকে অস্বীকার করে।

5. জিহাদ অস্বীকার:
তারা বলে, এখন আর জিহাদ ফরজ নয়, বরং তা বাতিল। অথচ কুরআন ও হাদীসে নির্দিষ্ট শর্তে জিহাদের গুরুত্ব সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ আছে।

6. কাদিয়ানকে হজের বিকল্প মনে করা:
কিছু কাদিয়ানী বিশ্বাস করে যে, কাদিয়ান (ভারতের একটি গ্রাম, যেখানে মির্জা বাস করতেন) একটি পবিত্র স্থান, এবং সেখানে যাওয়া হজের বিকল্প হতে পারে।

ফতোয়া ও ইসলামি দৃষ্টিভঙ্গি:

দারুল উলূম দেওবন্দ, আল-আযহার বিশ্ববিদ্যালয়, ও ইসলামী বিশ্বের প্রায় সকল বড় আলেম ও ফতোয়া বোর্ড কাদিয়ানিদের ইসলামবিরোধী এবং অমুসলিম ঘোষণা করেছেন।

পাকিস্তানে ১৯৭৪ সালে ও বাংলাদেশে ১৯৮৫ সালে কাদিয়ানিদের অমুসলিম ঘোষণা করা হয়।

কাদিয়ানী ও অন্যান্য কাফিরদের পার্থক্য :

অবশ্যই কাদিয়ানি এবং অন্যান্য কাফিরদের মধ্যে বিস্তর পার্থক্য রয়েছে। এই পার্থক্যের কারণেই অন্যান্য কাফিরদের সঙ্গে সৌজন্যমূলক মেলামেশা করা ও প্রয়োজনীয় সম্পর্ক রাগার অনুমতি থাকলেও কাদিয়ানিদের ক্ষেত্রে এগুলো কোনো কিছুই বৈধ নয়।

কাদিয়ানিরা মুরতাদ ও জিন্দিক। মুরতাদ বলা হয় সেই ব্যক্তিকে, যে ইসলাম আগ করে অন্য কোনো বর্ম গ্রহণ করে নেয়। আর জিদ্দিক হলো এই ব্যক্তি, যে নিজের কুফরি আকিদা-বিশ্বাসকে ইসলামের নামে চালায়। সুতরাং এজাতীয় ব্যক্তিরা হলো ইসলানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী। পৃথিবীতে কোনো রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে বিদ্রোহকারীয়া কোনো ধরনের গুরুত্ব ও শিথিলতা প্রাপ্তির উপযুক্ততা রাখে না। উপরস্থ যারা তাদের সঙ্গে সম্পর্ক রাগে, পৃথিবীর আইনে তারাও গ্রেফতার হওয়ার উপযুক্ত হয়ে যায়। কাদিয়ানিয়াও যেহেতু জিন্দিক ও মুরাদ, সুতরাং ইসলামি শিক্ষার দৃষ্টিকোণ থেকে তারা কোনো ধরনের গুরুত্ব বা শিথিলতা প্রাপ্তির উপযুক্ততা রাখে না।

রাসুলুল্লাহ ইহুদি-খ্রিষ্টানের সঙ্গে সম্পর্ক রেখেছেন, তাদের সঙ্গে শান্তিচুক্তিও করেছেন, কিন্তু নবুওয়াতের দাবিদার (মুসায়লামা কাযযাব ও আসওয়াদ আনসি)-এব সঙ্গে সম্পর্ক রাখাকে শুধু নাজায়িয বলেই আখ্যায়িত করেননি; বরং সাহাবি ফায়রুজ দায়লামি না.-এর দ্বারা আসওয়াদ আনসিকে হত্যা করিয়েছেন এবং মুসায়লামা কাযযানকে আবু বকর সিদ্দিক রা. জাহান্নামে পৌঁছিয়েছেন।

অন্যান্য কাদিররা নিজেদের কুফর স্বীকার করে এবং নিজেদেরকে অনুসলিম বলে পরিচয় দেয়, নিজেদেরকে মুসলমানদের থেকে আলাদা জাতি হিসেবে ঘোষণা করে। অপরদিকে কাদিয়ানিরা নিজেদের আকিদার ব্যাপারে প্রতারণার আশ্রয় নিয়ে মুসলমানদেরকে ধোঁকায় ফেলে এবং নিজেদেরকেও মুসলমান হিসেবে উপস্থাপন করে।

গোলাম আহমদ কাদিয়ানীর শরীয়তসহ নবী হওয়ার দাবী:

বাস্তব অবস্থা হলো এই উত্তরোত্তর দাবী করতে করতে মির্জা গোলাম আহমদ এক পর্যায়ে শরীয়তবিহীন নবী হওয়ার দাবীকেও অতিক্রম করে। সুস্পষ্ট ভাষায় নিজের কাছে আগত 'ওহী' এবং 'নবুওয়ত'কে 'শরীয়ভযুক্ত' বলে ঘোষণা দেয়। সে জন্যেই তার অনুসারীদের মাঝে জহীরুদ্দীন আরোপীর উপদলটি তাকে প্রকাশ্যভাবে শরীয়তযুক্ত নবী বলে স্বীকার করে। এ ব্যাপারে মির্জা গোলাম আহমদের বেশ কিছু উদ্ধৃতি রয়েছে।

'আরবাঈন' নামক পুস্তকে সে লিখেছে, এছাড়া একথাটাও বুঝো যে, শরীয়ত কাকে বলে? যিনি তার নিকট প্রেরিত ওহীর দ্বারা কিছু আদেশ ও নিষেধ প্রকাশ করেন এবং নিজ উম্মতের জন্যে এক সুনির্দিষ্ট আইনমালা নির্ধারণ করেন তিনিই 'শরীয়তবাহী' হন। তাহলে এই সংজ্ঞার আলোকে আমাদের বিরুদ্ধবাদীরা নিশ্চয় অপরাধী। কেননা, আমার ওহীতে আদেশও রয়েছে, নিষেধও রয়েছে, যেমন, আমার নিকট প্রেরিত আল্লাহর এই বাণী:

আপনি মুমেনদের উদ্দেশ্যে বলুন, তারা যেন নিজেদের চোখ নামিয়ে রাখে এবং নিজ লজ্জাস্থানের হেফাজত করে। এটাই তাদের জন্যে অধিক পবিত্র বিধান, এটি 'বারাহীনে আহমদীয়া'তে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। এতে আদেশও রয়েছে এবং নিষেধও রয়েছে। আর এ ওহীতে তেইশ বছরের নবী জীবনও অতিক্রান্ত হয়েছে। এভাবেই আজ পর্যন্ত আমার কাছে যে ওহী আসছে তাতে আদেশও রয়েছে, নিষেধও রয়েছে। আর যদি বলো যে, শরীয়ত দ্বারা ঐ শরীয়ত উদ্দেশ্য যার মাঝে নতুন বিধি বিধান থাকবে, তা তো ঠিক নয়। কেননা, আল্লাহ নিজেই বলেছেন:

'নিশ্চয় এ বিষয়টি পূর্ববর্তী গ্রন্থ ইবরাহীম ও মুসার নিকট প্রেরিত গ্রন্থে বিদ্যমান রয়েছে'। অর্থাৎ কুরআনী শিক্ষা তাওরাতেও বিদ্যমান। আর যদি একথা বলো যে, শরীয়ত হচ্ছে তা যাতে আদেশ-নিষেধের পূর্ণ বিবরণ রয়েছে তাহলে তাও সঠিক নয়। কেননা, যদি তাওরাত বা কুরআনে পূর্ণভাবে আদেশ-নিষেধের বিবরণ দেওয়া থাকতো, তাহলে তো ইজতিহাদ বা গবেষণার সুযোগ থাকতো না মোটেই।

- (আরবাঈন, ৪ খণ্ড, ৭ পৃঃ ৪র্থ মুদ্রণ)

উল্লেখিত উদ্ধৃতিতে মির্জা গোলাম আহমদ সুস্পষ্ট ভাষায় নিজের নিকট আগত 'ওহীকে' শরীয়তযুক্ত ওহী বলে দাবী করেছে। এছাড়া 'দাফেউল বালা' নামক গ্রন্থে সে লিখেছে: 'খোদা

তাআলা এই উম্মতের মধ্য থেকেই মসীহ মাওউদ (প্রত্যাশিত মসীহ)-কে পাঠিয়েছেন, যে পূর্বতন মসীহ (ঈসা আঃ) থেকে সর্ব দিক থেকেই অগ্রগামী। তিনি এই মসীহের নাম রেখেছেন গোলাম আহমদ। (দাফেউল বালা, ১৩ পৃষ্ঠা, ১৯০২)

(কাদিয়ানী ফিতনা ও মুসলিম মিল্লাতের অবস্থান পৃষ্ঠা -২১)

মির্জা গোলাম আহমদের নবী করীম (সঃ)-হওয়ার দাবীঃ

১) আমি হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-এর নামের পূর্ণতম প্রকাশিত স্বত্তা অর্থাৎ ছায়ারূপে আমিই মুহাম্মদ এবং আহমদ। (হাকীকাতুল ওহী,টীকা ৭২ পৃষ্ঠা)

আমি সেই আয়না, যার মাঝে মুহাম্মাদী আকৃতি এবং মুহাম্মদী নবুওয়তের পূর্ণ প্রতিবিম্ব প্রতিফলিত হয়েছে। (নূযূলে মসীহ,৪৮ পৃষ্ঠা, ১৯০৯)।

(৩) আমিই কুরআনের আয়াত।

তাদের পরবর্তী দল, যারা তাদের সাথে মিলেনি। এর প্রেক্ষাপটে প্রকাশিত রূপে খাতামুন নাবীঈন বা শেষ নবী, আর খোদা তাআ'লা এখন থেকে বিশ বছর পূর্বে 'বারাহীনে আহমদিয়া'তে আমার নাম মুহাম্মাদ ও আহম্মাদ রেখেছেন এবং আমাকে হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-এরই সত্তা বলে উল্লেখ করেছেন। সুতরাং এভাবেই আমার নবী হওয়ার দ্বারা নবী করীম (সঃ)-এর খাতামুন নাবীঈন হওয়ায় কোন প্রতিবন্ধকতা বা ফাটল সৃষ্টি হবে না। কেননা, ছায়া তার আসল অস্তিত্ব (অর্থাৎ মূল কায়া) থেকে কখনো বিচ্ছিন্ন ও পৃথক হয়না। আর যেহেতু আমি ছায়ারূপে মুহাম্মদ (সঃ) তাই আমার নবী হওয়ার দ্বারা 'খাতামুন নবীঈন'-এর মোহর ভাঙ্গেনি। কেননা, মুহাম্মদ (সঃ)-এর নবুওয়ত মুহাম্মদ (সঃ) পর্যন্তই সীমাবদ্ধ রইলো। অর্থাৎ মুহাম্মদ (সঃ)-ই নবী রয়েছেন, আর কেউ নবী হয়নি। অর্থাৎ আমি যখন প্রকাশিত রূপে হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-এরই স্বত্তা এবং বুরূযী অর্থাৎ প্রকাশিত রূপে মুহাম্মদী পূর্ণতার গুণাবলী ও মুহাম্মদী নবুওয়ত আমার ছায়ারূপ আয়নায় প্রতিবিম্বত হচ্ছে, তখন ভিন্ন কোন স্বত্তা হলো কি যে ভিন্ন ভাবে নবী দাবী করছে? (এক গলতী কা এযালাহ, পৃষ্ঠা ১০-১১)।

এ কথাগুলো উদ্ধৃতি হিসাবে আলোচনা করতে প্রত্যেকটি মুসলমানের অন্তর কেঁপে উঠবে। কিন্তু তথাপি কথাগুলো এ জন্যে আনা হলো যেন এ বিষয়টি সুস্পষ্ট হয়ে উঠে, 'মির্জা গোলাম আহমদ কাদিয়ানীর নিজের ভাষায় এই হচ্ছে ছায়ারূপ ও প্রকাশিত রূপ নবুওয়তের ব্যাখ্যা যে সম্পর্কে বলা হয়, এর দ্বারা স্বতন্ত্র ও ভিন্ন নবুওয়তের দাবী করা হয় না। কিন্তু এখানে যে প্রশ্নের উদয় হয় তা হচ্ছে, যদি এই ছায়ারূপ ও প্রকাশিত রূপের গোলক ধাঁধাঁর মাঝে মির্জা গোলাম আহমদ সমস্ত মুহাম্মদী গুণাবলী ও মুহাম্মদী নবুওয়ত নিজের জন্যে নির্ধারণ করে নেয়, তখন কোন নবী থেকে তার শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করার প্রয়োজন রইলো না? এরপরও যদি ছায়ারূপ, প্রকাশিত প্রতিবিম্বিত রূপ হাল্কামানের নবুওয়তই হয়, আর এর দ্বারা 'খতমে নবুওয়তের' আক্বীদায় কোন ক্ষতি সাধন না হয়, তাহলে বলতে হয় যে, খতমে নবুওয়তের আক্বীদা এমন অর্থহীন আক্বীদা যে, যে কেউ যে কোন ধরনের নবুয়ত দাবী করায় তাতে কোন ক্ষতি হয়না, তা ভেঙ্গে যায় না। অথচ খতমে নবুওয়তের আক্বীদা মোটেই এমন নয়।

মির্জা গোলাম আহমদের পূর্ববর্তী নবীদের থেকে শ্রেষ্ঠ হওয়ার দাবী :

মির্জা গোলাম আহমদ কাদিয়ানীর অপর পুত্র এবং দ্বিতীয় খলীফা মির্জা বশীরুদ্দীন মাহমুদ লিখেছে, "জিল্লী এবং বুরুযী নবুওয়ত কোন নিম্নমানের নবুওয়ত নয়। যদি তাই হতো, তাহলে বনী ইসরাঈলের এক নবী সম্পর্কে মসীহ মাওউদ কিভাবে এ কথা বলতে পারেন যে, 'মরিয়মের পুত্রের আলোচনা বাদ দাও, গোলাম আহমদ তাঁর চাইতে উত্তম"। (আল কাওলুল ফাসল, ১৬ পৃষ্ঠা, ১৯১৫)

কাদিয়ানীদের অমুসলিম হওয়া সাধারণ জ্ঞান-বুদ্ধির দাবী:

মির্জা গোলাম আহমদ কাদিয়ানীর নবী দাবী করা পিছনের আলোচনায় স্পষ্ট ধরা পড়েছে। সেই সাথে কুরআন, হাদীস, ইজমা এবং ইসলামের ইতিহাসের আলোকে এ কথাও প্রমাণিত হয়েছে যে, যে কোন লোক নবী করীম (সঃ)-এর অন্তর্ধানের পর নবী দাবী করে সে এবং তার অনুসারীরা কাফের এবং ইসলামের গন্ডী বহির্ভূত।

এটা শুধু ইসলামী শরীয়তের কথা নয়, সাধারণ জ্ঞান-বুদ্ধির কথাও। বিশ্বের ধর্মীয় ইতিহাসে জ্ঞানী মাত্রই জানেন যে, যখনই কোন লোক কোন ধর্মের প্রচার করতে নেমেছেন, তখন উপস্থিত লোকসমাজ দুটি পরস্পর বিরোধী দলে বিভক্ত হয়ে গেছে। একদল তাকে ধর্মীয় নেতা মেনে নেয়, অপর দল তাকে প্রত্যাখ্যান করে। এটি সকল ধর্মপ্রচারকের বেলায় যেমন ঘটেছে, তেমনি সকল নবীর বেলায়ও ঘটেছে। একদল নবীকে সত্যবাদী বলে বিশ্বাস করে তাঁর আনীত ধর্ম-শরীয়তকে মেনে নেয়। অপর দল তাকে মিথ্যাবাদী বলে উপহাস করে, তাঁর সকল কথা ও কাজকে প্রত্যাখ্যান করে, এমন কি মু'জেযাও তারা মানতে রাজী থাকেনা।

আমরা সবাই জানি, এমন পরিস্থিতিতে পরস্পর বিপরীত দুটি দলকে এক নামে পরিচয় দেওয়া হয় না, উভয়কে সত্যপন্থীও বলা হয় না। অবশ্যই এক দলকে সত্যপন্থী ও অপর দলকে বাতিলপন্থী বলে আখ্যায়িত করা হয় এবং এ উভয় দলের পৃথক পৃথক পরিচিতি থাকে। নমুনা হিসেবে আমরা কিছু ঘটনার উল্লেখ করতে পারি।
হযরত ঈসা (আঃ) নবী হিসাবে বনী ইসরাঈলের মাঝে কাজ শুরু করার পূর্ব পর্যন্ত তারা এক দলের অন্তর্ভূক্ত ছিল। কিন্তু তিনি আসার পর তাদের মাঝে পরস্পর বিরোধী দুটি দলের উদ্ভব হয়। একদলকে ঈসায়ী বলা হয় যারা তাকে নবী হিসাবে মেনে নিয়েছে, অপর দল ইহুদী যারা তাঁকে প্রত্যাখ্যান করে। এ দুটো দলের কেউ অপর দলকে নিজ দলভূক্ত ভাবেনি।

তেমনিভাবে নবী করীম (সঃ) যখন দাওয়াতের কাজ শুরু করেন, তখন একদল তাঁকে নবী হিসাবে মেনে নেন, তাদের বলা হয় মুসলমান। অপর যে দলটি তাঁকে মানতে রাজী হয়নি তাদের কখনো মুসলমান বলা হয়নি, ইহুদী, খৃষ্টান বা মুশরিক নামে তাদের পরিচয় ছিল। নবী করীম (সঃ)-এর সময় ও পরে নবী দাবী করে বেশ কয়েকজন। তন্মধ্যে অধিকতর প্রভাবশালী ছিল মুসায়লামা। মুসলমানগণ তাকে এবং তার অনুসারীদের ইসলামের গন্ডী থেকে বহিস্কৃত জেনে তাদের বিরুদ্ধে জিহাদে নামেন, তেমনি তারাও নিজেদের বিপরীত দল হিসাবে সাহাবাদের সাথে যুদ্ধ করতে নামে। তখন কোন দলের লোকই উভয় দলকে সত্যপন্থী এবং মুসলমান মনে করেনি। এমনিভাবে যখনই কোন দুরাচার নিজেকে নবী বলে দাবী করেছে, তখনই তাকে মুসলিম সমাজ ধর্মচ্যুত হিসাবে কাফের বলে আখ্যায়িত করেছে। এভাবেই আমাদের আলোচিত নীচাশয় মির্জা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী এবং তার অনুসারীদের বেলায়ও ঐ একই কথা প্রযোজ্য ও কার্যকর হবে।

মির্জা গোলাম আহমদ কাদিয়ানীর বক্তব্য:

মির্জা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী তার 'খুতবায়ে ইলহামিয়া' নামক গ্রন্থে (যে বই সম্পর্কে তার দাবী, 'বইটির সকল শব্দ ও বাক্য ওহী ও ইলহাম হিসাবে এসেছে)", লিখেছে।

"আমাদের নবী শ্রেষ্ঠ রাসূল হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-এর রুহানিয়্যাত তাঁর প্রকাশের পূর্ণতার জন্য এবং তাঁর নূরের বিজয়ী হওয়ার উদ্দেশ্যে নিজ উম্মত থেকে একজনকে প্রকাশস্থল বা প্রকাশকারী হিসাবে গ্রহণ করেছে। আর এই 'মর্মে খোদা তা'আলা 'সুস্পষ্ট বর্ণনাকারী কিতাব' (অর্থাৎ কুরআন পাকে) ওয়াদা ব্যক্ত করেছেন। আমিই সেই ওয়াদকৃত প্রকাশস্থল এবং সেই প্রতিশ্রুত নূর। তাই ঈমান আনো, কাফেরদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না। আর ইচ্ছা হলে খোদা তাআলার এই বাণী পড়ে নাও। (খুতবায়ে ইলহামিয়া, অনুবাদযুক্ত, ১৬৭ ও ২৬৮ পৃঃ)। এবং "হাকীকাতুল ওহী" নামক গ্রন্থে লিখেছে।

"কাফের শব্দটি মুমিনের বিপরীতে ব্যবহৃত হয়। কুফরী দুই প্রকার (১) প্রথম প্রকার কুফর হলো, কোন লোক ইসলাম ধর্মকেই অস্বীকার করে এবং হয়রত মুহাম্মদ (সঃ)-কে রাসূল বলে স্বীকার করে না। (২) দ্বিতীয়
প্রকার কুফর, যেমন সে মসীহ মাওউদকে স্বীকার করে না আর দলীল প্রমাণ দ্বারা পুরোপুরিভাবে প্রমাণিত হওয়ার পরও তাকে মিথ্যাবাদী বলে; অথচ তাকে নবী হিসাবে মানতে

এবং সত্যবাদী হিসাবে জানতে খোদা তাআলা ও নবী করীম (সঃ) স্বয়ং তাকীদ করেছেন এবং প্রাচীন ধর্মগ্রন্থগুলোতেও এর তাকীদ মিলে। যেহেতু সে খোদা এবং রাসূলের নির্দেশ অমান্য করেছে, তাই সে কাফের। যদি গভীর মনোযোগের সাথে লক্ষ্য করা হয়, তাহলে এ উভয় প্রকার কুফরী মূলতঃ একই প্রকারে অন্তর্ভূক্ত বলে প্রতীয়মান হবে। কেননা, যে ব্যক্তি পূর্ণ পরিচয় লাভ করার পরও খোদা ও রাসূলের নির্দেশ অমান্য করে, সে তো সুস্পষ্ট আয়াত ও হাদীস থাকার পরও খোদা এবং রাসূলকেই অমান্য করে, অস্বীকার করে। (হাকীকাতুল ওহী, ১৭৯ ও ১৮০ পৃঃ)।

এ বই-এর অন্য এক স্থানে সে লিখেছে- "এটা বড়ই আশ্চর্যের কথা যে, যারা আপনাকে কাফের বলে এবং রাসূল হিসাবে স্বীকার করেনা আপনি তাদের দু ধরনের লোক বলেন, অথচ খোদার নিকট তারা এক ধরনেরই। কেননা যে লোক আমাকে মান্য করেনা সে এ কারণেই মান্য করেনা যে, সে আমাকে মিথ্যুক মনে করে।"

একটু পর সে আরো লিখেছে:

"এ ছাড়া যে আমাকে মানেনা সে খোদা এবং রাসূলকেও মানেনা, কেননা, আমার সর্ম্পকে খোদা এবং রাসূলের ভবিষ্যদ্বাণী বিদ্যমান রয়েছে।"

আরো লিখেছে-"খোদা তাআলা আমার সত্যবাদিতার সাক্ষ্য হিসাবে তিন লাখেরও অধিক আসমানী নিদর্শন প্রকাশ করেছেন। আকাশে সূর্য গ্রহন ও চন্দ্র গ্রহন রমজান মাসে অনুষ্ঠিত হয়েছে, যে লোক খোদা এবং রাসূলের বর্ণনাকে অমান্য করে, কুরআনকে অস্বীকার করে, ইচ্ছাকৃতভাবে খোদা তাআলার নিদর্শন প্রত্যাখান করে এবং শত শত নিদর্শন থাকা সত্ত্বেও আমাকে মিথ্যাবাদী বলে, সে কিভাবে মুমিন হতে পারে? আর সে যদি মুমিন হয় তাহলে মিথ্যা কথা বলার জন্য আমিই কাফের। (পূর্বোক্ত, ১৬৩ ও ১৬৪ পৃঃ)

কাদিয়ানীদের প্রথম খলীফা হাকীম নূরুদ্দীনের ফতোয়া:

কাদিয়ানীদের প্রথম খলীফা, যার খলীফা হওয়ার ব্যাপারে কাদিয়ানীদের উভয় গ্রুপ একমত, সেই নূরুদ্দীন বলছে- "রাসূলের উপর ঈমান যদি না আনা হয়, তাহলে কোন লোক মুমিন ও মুসলমান হতে পারেনা। আর রাসূলের উপর ঈমান আনার কোন সীমাবদ্ধতা নেই, বরং তা ব্যাপক। নবী আগে আসুন বা পরে, ভারতে আসুন বা অন্য কোন দেশে যে কোন আল্লাহর প্রত্যাদিষ্ট ব্যক্তিকে অস্বীকার করাই কুফরী। আমাদের বিরোধীরা হয়রত মির্জা সাহেবের প্রত্যাদিষ্ট হওয়াকে অস্বীকার করে। তাহলে তোমরাই বলো, এ মতপার্থক্য মৌলিক হবেনা কেন?" - (মজমুয়া ফতওয়ায়ে আহমদীয়া, ১ম খণ্ড, ২৭৫ পৃঃ)

দ্বিতীয় খলীফা মির্জা মাহমুদ আহমদের ফতোয়া:

কাদিয়ানীদের দ্বিতীয় খলীফা মির্জা বশীরুদ্দীন মাহমুদ বলেছে- "যে লোক আহমদী ভিন্ন অন্য কারো নিকট মেয়ে বিয়ে দেয়, সে নিশ্চয় মসীহ মাওউদকে বুঝতে সক্ষম হয়নি আর আহমদী হওয়ার অর্থও সে বুঝে নাই। আহমদীদের মধ্যে এমন কোন বেদ্বীন লোক কি আছে যে তার মেয়েকে কোন হিন্দু বা খৃষ্টানের নিকট বিয়ে দিয়েছে? তোমরা তাদের অর্থাৎ অ-আহমদীদের কাফের বলো, অথচ তারা এ ব্যাপারে তোমাদের চাইতে ভালো অবস্থানে রয়েছে। তারা কাফের হওয়া সত্ত্বেও অন্য কাফেরের নিকট কন্যা সম্প্রদান করেনা। আর তোমরা আহমদী হয়ে কাফেরকে কন্যা প্রদান করেছো। তোমরা কি এ জন্য বিবাহ দিয়েছ যে, তারা তোমাদেরই জাতির লোক? কিন্তু যেদিন তোমরা আহমদী হয়েছো সেদিন থেকে তোমাদের জাতি হলো আহমদীয়া, পরিচিতি বা স্বাতন্ত্রতার জন্য যদি কেউ তোমাদের জিজ্ঞেস করে তাহলে তোমরা নিজেদের জাতি বা দলের পরিচয় দিতে পার তা না হলে তোমাদের জাতি, গোত্র, তোমাদের ব্যক্তিসত্তা সবই এখন আহমদী, এরপর আহমদীদের বাদ দিয়ে অ-আহমদীদের মাঝে কেন নিজ জাতির সন্ধান করো? মুমিনের কাজ তো হচ্ছে, যখন সত্য এসে পড়ে তখন বাতিল ও অসত্যকে সে ছেড়ে দেয়। (মালাইকাতুল্লাহ্, ৪৬ ও ৪৭ পৃঃ)

"আনোয়ারে খেলাফত" নামক গ্রন্থে সে লিখছে- "আমাদের কর্তব্য হচ্ছে আমরা অ-আহমদীদের মুসলমান বলে স্বীকার করবো না এবং তাদের পিছনে নামাজও পড়বো না। কেননা, আমাদের নিকট তারা খোদা তাআলার এক নবীকে অস্বীকার করা দল। এটা সম্পূর্ণই ধর্মীয় ব্যাপার, এতে নিজের পক্ষ থেকে কিছু করার কারো কোন অধিকার নেই। (প্রাগুক্ত, পৃঃ ৯০)

"আয়েনায়ে সাদাকত " গ্রন্থে তো আরো অগ্রসর হয়ে এ পর্যন্তও লেখা হয়েছে যে, যে ব্যক্তি গোলাম আহমদের নামই শুনে নাই, সেও কাফের। যেমন, "যত মুসলমান, যারা মসীহ মাওউদের আনুগত্যের গন্ডীতে আসেনি, তারা মসীহ মাওউদের নামও যদি না শুনে থাকে, তাহলেও তারা কাফের এবং ইসলামের আওতা বহির্ভূত। (প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩৫)

মির্জা বশীর আহমদ এম, এ-এর বক্তব্যঃ

মির্জা গোলাম আহমদের মধ্যম পুত্র মির্জা বশীর আহমদ লিখেছে, "যে লোক মুসা (আঃ)-কে নবী বলে স্বীকার করলেও ঈসা (আঃ)-কে স্বীকার করেনা, অথবা ঈসা (আঃ)-কে স্বীকার করলেও হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-কে নবী বলে স্বীকার করেনা, অথবা মুহাম্মদ (সাঃ)-কে স্বীকার করলেও মসীহ মাওউদকে স্বীকার করেনা, সে শুধু কাফেরই নয়, বরং পাক্কা কাফের এবং ইসলামের গন্ডীর বাইরে।" - (কালিমাতুল ফাস্স, ১১০ পৃঃ) এ বইয়ের অন্যত্র লিখেছে-"মসীহ মাওউদের এই দাবী যে, তিনি আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রত্যাদিষ্ট এবং আল্লাহ তাঁর সাথে কথাবার্তা বলেন, দুটো অবস্থার সৃষ্টি করেছে হয়তো নাউজুবিল্লাহ; তিনি তার দাবীতে মিথ্যুক, আল্লাহ সম্পর্কে মনগড়া মিথ্যা কথা বলেছেন, তাহলে তিনি এ অবস্থায় শুধু কাফেরই নয়, বরং বড় কাফের বলে বিবেচিত হবেন। অথবা মসীহ মাওউদ তাঁর ইলহামের দাবীতে সত্যবাদী এবং খোদা সত্যই তাঁর সাথে কথাবার্তা বলেছেন, তাহলে এ অবস্থায় অবশ্যই এই কুফরী তাঁর অস্বীকারকারীদের উপর ন্যস্ত হবে, যেমন আল্লাহ তাআলা এই আয়াতে নিজেই এরশাদ করেছেন। এখন তোমাদের ইচ্ছা, হয়ত মসীহ মাওউদের অস্বীকারকারীদের মুসলমান বলে মসীহ মাওউদের উপর কুফরীর ফতোয়া লাগাতে পারো অথবা মসীহ মাওউদকে সত্যবাদী বলে তাঁর অস্বীকারকারীদের কাফের বলে বিশ্বাস করবে। কিন্তু এমন কখনোই হবেনা যে তোমরা উভয় দলকে মুসলমান বলে বিশ্বাস রাখবে। কেননা, কুরআনের আয়াত সুস্পষ্ট ভাবে এ কথা বুঝাচ্ছে যে, যদি নবী দাবীকারী কাফের না হয় তাহলে তাকে অস্বীকারকারী অবশ্যই কাফের হবে। তাই আল্লাহর ওয়াস্তে মুনাফেকী ছাড় এবং সত্যিকারভাবে কোন একটা ফয়সালা করে নাও।”

(কালিমাতুল ফাস্স, পৃঃ১২৩)

মুসলমানদের সাথে সম্পর্কচ্যুতি:

তাদের আক্বীদা বিশ্বাসের দরুণ কাদিয়ানীরা নিজেদেরকে স্বতন্ত্র জাতি হিসাবে পরিগণিত করে। আর তাই মুসলমানদের সাথে তারা কোন প্রকার সম্পর্কও রাখতে রাজী নয়। কোন মুসলমানের সাথে আত্মীয়তা করা বা কোন মুসলমানের পিছনে নামায পড়া ইত্যাদি যে কোন কাজে তারা মুসলমানদের সাথে সম্পর্ক রাখা অবৈধ মনে করে। তেমনিভাবে কোন মুসলমানের জানাযার নামায পড়তেও তারা রাজী নয়।(কাদিয়ানী ফিতনা ও মুসলিম মিল্লাতের অবস্থান পৃষ্ঠা -৭১)

ওরা কাফের কেন?:

~প্রথম কারণ:নবুয়তের দাবি

এই মুলহিন তার রচনা ও গ্রন্থাবলির বিভিন্ন জায়গায় শুধু নবী নয়; বরং রসূল এবং শরীয়তপ্রবর্তক রসূল হওয়ার দাবি এমন জোরগলায় পেশ করেছেন যে, আজ মহাশূন্যে তার আওয়াজ প্রতিধ্বনিত হচ্ছে। এজন্য নবুয়তের দাবি অস্বীকার করা শুধু জবরদস্তিমূলক ও লজ্জাস্কর সিনাচুরি, যার কোন মূল্য নেই। সুতরাং যে তাকে কাফের বলবে না, সে নিজেই কাফের।

আচ্ছা, আমি আপনাকে জিজ্ঞেস করি, যে ব্যক্তি মোসায়লামা কায্যাবকে কাথের বলবে না এবং তার স্পষ্ট ও স্বার্থহীন নবুয়তের দাবি এবং কুরআনের মোকাবেলায় পেশকৃত তার হশমালাকে ব্যাখ্যা করবে, তাকে আপনি কী বলবেন? একইভাবে আপনি যদি কোন মূর্তিপূজারীকে মূর্তিপূজা করতে দেখে বলেন যে, এ তো মূর্তিকে সেজদা করে না; বরং মূর্তি দেখেই সম্মুখপানে পড়ে যায়। এজন্য সে কাফের নয়। তা হলে এ কি হেঁয়ালী আর সিনাচুরি নয়? যখন আমরা নিজের চোখে বার বার তাকে মূর্তির সামনে নতশিরে সেজদা করতে দেখি, তা হলে তাকে কাফের না বলি কীভাবে? কীভাবে শুনতে পারি তার মূর্তিপূজার স্বপক্ষে ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ? এমনটা কখনই হতে পারে না। এমন ভিত্তিহীন অপব্যাখ্যা কখনই ভ্রূক্ষেপ করার মত নয়।

মুলহিদদের কথা ও কর্মের ব্যাখ্যায় সহায়কদের মিথ্যাচার

ইমাম নববী রহমাতুল্লাহি আলাইহ সহীহ মুসলিমের ব্যাখ্যায় যিন্দীকদের কথা ও কাজের ব্যাখ্যাতাদেরকে যিন্দীকদের চাটুকার মিথ্যুক সাব্যস্ত করেছেন। তা ছাড়া এমন ভিত্তিহীন ব্যাখ্যা আর নির্লজ্জ তৎপরতার কারণে তাকফীরের হুকুম পরিবর্তন হয় না। ইমাম নববী বলেন-

তৃতীয় কথা হল যিন্দীক যদি প্রথম বার (তার বেদীনী থেকে) তওবা করে, তা হলে তার তওবা গ্রহণযোগ্য। আর যদি বার বার তওবা করে ভেঙে ফেলে, তার তওবা গ্রহণযোগ্য নয়।

মূল কথা হচ্ছে এমন বেদীনের কথা ও কাজের ব্যাখ্যা প্রদান, আসলে ব্যাখ্যা নয়; বরং তার পক্ষে মিথ্যা বলে যাওয়া। ফলে তাকফীরের হুকুমের ক্ষেত্রে কোন তফাত হবে না।

~দ্বিতীয় কারণ: ঈসা আ.-এর পুনরাগমন অস্বীকার

ঈসা আলাইহিস সালামের পুনরাগমনের বিষয়টি তাওয়াতুরের স্তরে উন্নীত। এমন কি এই উম্মতের ইজমাও সংঘটিত হয়েছে। সুতরাং এ বিষয়ে কোন তাবীল, ব্যাখ্যা বা বিকৃতিসাধন স্পষ্ট কুফর। উলামায়ে মুতাআখিরীনের অন্যতম, আল্লামা আলুসী রহমাতুল্লাহি আলাইহ তাঁর তাফসীরগ্রন্থ 'রূহুল মাআনী'তে লিখেছেন, ঈসা আলাইহিস সালামের পুনঃঅবতরণকে অস্বীকার করার মানে হচ্ছে মুতাওয়াতির বিষয় অস্বীকার করা। আর অস্বীকারকারীকে কাফের সাব্যস্ত করার ব্যাপারে মুহাক্কিক আলেমসমাজ ঐক্যবদ্ধ।গ্রন্থকার কুরআনের আয়াত- وَإِنْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ এর অধীনে নবুয়তের এই মিথ্যা দাবিদার বে-দীন ও তার অনুসারীদের বিষয়টি সবিস্তারে আলোচনা করেছেন। আমি সে আলোচনা দেখেছি ও অধ্যয়ন করেছি। আল্লাহ ওকে জাহান্নামে দিন। কেমন কট্টর কাফের সে। এই আয়াতের তাবীল নয়; বরং বিকৃতিসাধনের জন্য কেমন অপতত্রতা যে সে চালিয়েছে, তার ইয়ত্তা নেই। কিন্তু তারপরও তার স্বার্থসিদ্ধি ঘটেনি। এজন্য এসব লোককে কাফের সাব্যস্ত করা ফরযে আইন।

~তৃতীয় কারণ: ঈসা আলাইহিস সালামের অপমান

মির্যার অনুসারীরা, বিশেষত লাহোরীরা হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের মত বিশিষ্ট রসূলের মর্যাদা মির্যার মত ফাসেক, ফাজের, বদকার ও কুলাঙ্গারকে দিয়েছে। কাজটি ঈসা আলাইহিস সালামের মারাত্মক অপমান। এ প্রসঙ্গে হাফেয ইবনে হাজার রহমাতুল্লাহি আলাইহ ফাতহুল বারীর مَا يُسْتَحَبُّ لِلْعَالِمِ إِذْ سُئِلَ أَيُّ النَّاسِ أَفْضَل শিরোনামের অধীনে খুব চমৎকার আলোচনা করেছেন।

তিনি বলেন-
যদি আমরা বলি যে, খাযির নবী নন; বরং ওলী, আর বর্ণনা ও যুক্তির আলোকে নিশ্চিতরূপে একথা স্বীকৃত যে, নবী ওলীর চেয়ে সর্বাবস্থায় উত্তম এবং যে এর বিপরীত বলবে (কোন ওলীকে নবীর চেয়ে উত্তম জানবে), সে নিশ্চিত কাফের। কেননা, তার এই বক্তব্য শরীয়তের একটি একীনী বিষয়ের অস্বীকৃতির নামান্তর।
(কাজেই মির্যা গোলাম আহমাদের মত ব্যক্তিকে ঈসা সাব্যস্তকারীরা নিশ্চিত কাফের।)
(ওরা কাফের কেন বইয়ের)

কাদিয়ানীদের অসার যুক্তি:

হযরত ঈসা আ.-এর ব্যাপারে নিজা কাদিয়ানীর এমন অপবাদের পক্ষে কাদিয়ানীর অনুসারীরা একটি অসার যুক্তি দেয় যে, এই কথা খ্রিষ্টান শাদরিদের জবাব দেয়ার জন্য বলা হয়েছে। কিন্তু তাদের এই যুক্তি সম্পূর্ণই ধোঁকা ও বানোয়াট। কারণ, আমি এখন আপনাদের মিজা কাদিয়ানীর যে বক্তব্য বলেছি তা তারই রচিত দফেউল বাল্য কিতাবের। আর দফেউল বাল্য কিতাব মুসলিম উলামায়ে কেরামদের সম্বোধন করেই রচিত হয়েছে।

কেউ চাইলে পুরো কিতাবটিই পড়ে দেখতে পারেন। এ ছাড়াও সে এই বক্তব্যে হযরত ঈসা আ.-এর ব্যাপারে যে সমস্ত মিথ্যা অপবাদ ও জঘন্য মন্তব্য করেছে, তা তাদের কাছে এতটাই সত্য ও বাস্তব যে, এ কারণেই নাকি আল্লাহ তাআলা কুরআনুল কারীমে ঈসা আ.-কে 'স্ত্রী-বিরাগী' গুণ থেকে বঞ্চিত রেখেছেন। (নাআযাল্লাহ) আর এ কথাকে তারা ঈসা আ.-এর ব্যাপারে মিথ্যা অপবাদের পক্ষে যুক্তি হিসেবে পেশ করেছে। তাহলে এই মন্তব্যকে খ্রিষ্টান পাদয়িদের উদ্দেশে বলা হয়েছে বলে সবাইকে নৌকা দেয়া হচ্ছে কেন? বরং আমি বলব যে, দাফেউল বালা কিতাবের এই উক্তির দ্বারা এটাই প্রতীয়মান হয় যে, নিজা কাদিয়ানী যদি তার কোনো কিতাবে খ্রিষ্টান পাদরিদের উদ্দেশে এমন কথা বলেও থাকে, তবুও এটা পাদরিদের প্রত্যুত্তরে নয়; বরং এটাই তাদের ধ্যান-ধারণা ও দাবি। উলহরণদ্বরূপ বলা যায়, তারা এর চেয়েও গর্হিত ও বাজে শব্দে যমিনায়ে আনয়াম আঘন কিতাবে হযরত ঈসা আ. এর ব্যাপারে মন্তব্য করেছে। বদিও নবীগণের ব্যাপারে এমন বাজে মন্তব্য মুমিনের কান সহ্য করবে না, কিন্তু আপনাদের বোঝার সুবিধার্থে আমি এখানে উল্লেখ করছি। মির্জা কাদিয়ানী লিখেছে,

'হযরত মাসীহের তিন জন দাদি ও নানি ব্যভিচারিণী-দেহপসারিণী ছিলেন, যাদের রক্তে তার জন্ম। এতেই বোঝা যায় তার বংশ কত পবিত্রছিল। এবং অপরিচিত যুবতী মহিলাদের সাথে মেলামেশার স্বভাব সম্ভবত তার ভেতর বংশগতভাবেই এসেছে। কারণ, কোনো পরহেযগার মুমিনের পক্ষে সম্ভব নয় সে কোনো যুবতী দেহপসারিণীকে এই সুযোগ দেবে যে, সে তার মাথায় নাপাক হাত বুলাবে ব্য অবৈধ উপার্জন দিয়ে আতর সংগ্রহ করে মাথায় লাগিয়ে দেবে কিংবা তার শরীরের কোনো অংশ ছোঁবে। এতেই বোঝা যায়, এ ব্যক্তি কোন পর্যায়ের নিকৃষ্ট মানুষ!"

দাফেউল বাল্য কিতাবের কথা আর এই কিতাবের কথাটির উদ্দেশ্য একই, তবে এই কিতাবের কথাগুলোর ভাষা অত্যন্ত জঘন্য ও বাজে। এমনকি আমার ইচ্ছে হচ্ছে আমি এই কিতাবটি জদিনে পুঁতে রেখে দিই।

আমি জানি যে, ধামিময়ে আনয়াম আথম কিতাবের ইবারতটুকু বিশেষ কিছু খ্রিষ্টান পাদরিদের উদ্দেশ্য করে বলা হয়েছে। তবে এটা বলার সুযোগ নেই যে, এটা কেবল খ্রিষ্টান পাদরিদের প্রত্যুত্তরে বলা হয়েছে, বরং আমরা দাফেউল বালা কিতাবের উল্লেখিত বক্তব্য দ্বারাই বুঝেছি যে, এমন জগন্য নন্তব্য তারা শুধু প্রত্যুত্তরেই বলেনি, বরং ঈসা আ. এর ব্যাপারে তারা এমনটাই বিশ্বাস রাগে এবং তারা তাদের কথার স্বপক্ষে আল্লাহ তাআলা ও কুরআনুল কারীনকেও পেশ করো

আশা করি আপনারা বুঝতে পেরেছেন যে, ঈসা আ.-এর ব্যাপারে নির্জা কাদিয়ানী কত জঘন্য জগন্য মন্তব্য করেছে। এরপরও সে নবী হবে কী হিসেবে? সে তো ঈমানদার হওয়ারই যোগা না; বরং সভ্যতা ও ভদ্রতার মানদণ্ডে তো তাকে সত্য ও ভদ্র মানুষ হিসেবেই গণ্য করা যাবে না।

উক্ত ঘরোয়া নজলিসে কেউ প্রশ্ন করেছিল যে, ঈসা আ.-এর ব্যাপারে নির্জ্য কালিয়ানীয় এমন মন্তব্যের কারণ কী? আমি উত্তরে বলেছিলান,'আসল কারণ আমার কাছে এটাই মনে হয় যে, মির্জা কাদিয়ানীর একটি অন্যতম দাবি হলো সে-ই প্রতিশ্রুত মাসীহ। অর্থাৎ হাদীসের মধ্যে কিয়ামতের আগে দুনিয়ার বুকে হযরত ঈসা আ.-এর আগমনের যে সংবাদ দেয়া হয়েছে, তার দাবি হলো সে-ই প্রতিশ্রুত মাসীহ। এবং মর্যাদার দিক দিয়েও সে ঈসা আ.-এর তুলনায় উত্তম। কারণ, হাদীসে বর্ণিত মাসীহের কিছু বৈশিষ্ট্যের সাথে তার মিল রয়েছে, তাই হাদীসে বর্ণিত মাসীহ দ্বারা তাকেই বোঝানো হয়েছে। এ কারণে স্বাভাবিকভাবেই তাকে মর্যাদা ও

চরিত্রের দিক দিয়ে ঈসা আ.-এর তুলনায় আরও বড় হতে হবে। তাই আমার মতে, সে ঈসা আ.-এর মান ও মর্যাদা এ কারণেই খাটো করতে চেয়েছে যে, তার অন্ধ ও মাথামোটা মুরীদরা যাতে তাকে ঈসা আ.-এর মান-মর্যাদার তুলনায় শ্রেষ্ঠ ভাবে।
(কাদিয়ানীদের মতবাদ বোঝার সহজ উপায় বইয়ের)

দিবালোকের ন্যায় সুস্পষ্ট মিথ্যা কথা:

গোলাম আহমাদ কাদিয়ানীর রুহানী গাযায়েনের বক্তব্য:'মৌলভী গোলাম দস্তগীর কসুরী ও মৌলভী ইসমাঈল আলীগড়ী তাদের কিতাবে লিখেছেন যে, গোলাম আহমদ কাদিয়ানী যদি মিথ্যাবাদী হয়ে থাকে তাহলে আমাদের আগে সে-ই মৃত্যুবরণ করবে এবং বাস্তবে তাকেই আগে মৃত্যুবরণ করতে হবে, কেননা সে মিথ্যাবাদী। কিন্তু যখন তাদের এই কিতাব ছড়িয়ে পড়ল, তখন দেখা গেল আমার আগে তারাই খুব দ্রুত মৃত্যুবরণ করেছে।

এটা মির্জা গোলাম আহমদ কাদিয়ানীর বানোয়াট ও মিথ্যা একটি কথা। কারণ, মাওলানা গোলাম দস্তগীর কসুরী ও মাওলানা ইসমাঈল আলীগড়ী রহ.-এর এমন কোনো কিতাব পৃথিবীর বুকে নেই যেখানে তারা এমন চ্যালেঞ্জ করেছিলেন। আপনারা চাইলে এর তাহকীকও করতে পারেন। এমনকি মির্জা কাদিয়ানীর জীবদ্দশায় তার কাছে এই কিতাব দেখতে চাওয়া হয়েছিল। এরপর তার অনুসারীদেরও চ্যালেঞ্জ জানানো হয়েছিল, পারলে এই দুই মহান বুযুর্গের কিতাবটি এনে দেখাও, যেখানে তারা এমন কথা বলেছেন। কিন্তু তারা কখনো দেখাতে পারেনি এবং কিয়ামত পর্যন্ত দেখাতেও পারবে না। কারণ, এটা মির্জা কাদিয়ানীর মিথ্যা কথা ও ধোঁকাবাজি ছাড়া আর কিছুই নয়।

আর মির্জা কাদিয়ানী শুধু এই একটিই মিথ্যা বলেছে তা নয়, আপনি তার কিতাবে এমন অসংখ্য নজির পাবেন, যেখানে সে তার বড়ত্ব ও মহত্ত্ব প্রকাশ করতে গিয়ে এমন অসংখ্য বানোয়াট ও মিথ্যা কথার পসরা সাজিয়ে বসেছে। তো এমন ব্যক্তিকে নবী তো দূরের কথা, একজন সভ্য ও দ্বীনদার বলাই তো দুষ্কর!

আমি অধম আল্লাহ তাআলার একজন গুনাহগার বান্দা, আনুমানিক ২০-২১ বছর যাবৎ লেখালেখির কাজ করছি, স্বতন্ত্র কিতাব আকারে এবং মাসিক আল-ফুরকান পত্রিকায় আমার আনুমানিক ৫-৬ হাজার পৃষ্ঠা ছাপা হয়েছে। কিন্তু আলহামদুলিল্লাহ, এ ক্ষেত্রে আমি মির্জা

কাদিয়ানীর চেয়েও অধিক সততা ও আমানত রক্ষা করেছি। কারণ, আমার কোনো শত্রুও এই ৫-৬ হাজার পৃষ্ঠার ভেতর একটিও মিথ্যা ও বানোয়াট কথা খুঁজে পাবে না, আলহামদুলিল্লাহ।

মোটকথা, মির্জা কাদিয়ানীর এমন ধোঁকাবাজি ও শঠতার পর তাকে কোনো সম্ভ্রান্ত মানুষও বলা যায় না।

খতমে নবুওয়াত-সংক্রান্ত আয়াতসমূহ:

. ما كان مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِن رَجَابَكُمْ وَلَكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَالَمَ الشيين " وكان الله بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا

১. মুহাম্মাদ তোমাদের কোনো পুরুষের পিতা নয়; তবে আল্লাহর রাসূল ও সর্বশেষ নবী। আর আল্লাহ সকল বিষয়ে সর্বজ্ঞ।(সূরা আহযাব-৪০)

يقول ابن كثير في تفسيره : أخبر الله تعالى في كتابه ورسوله صلى الله عليه وسلم إلى السنة المتواترة عنه أنه لا نبي بعده ليعلموا أن من ادعى هذا المقام بعده فهو كذاب أفاك دجال خال مضل

ইবনে কাসীর রহ, তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ তাফসীরে ইবনে কাসীরে এই আয়াতের ব্যাখ্যায় লিখেছেন, আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআনের মাধ্যমে এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুতাওয়াতির হাদীসের মাধ্যনে উম্মাতকে এ ব্যাপারে অবহিত করেছেন, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর পর আর কোনো নবী আসবে না। তারা যেন এ বিষয়ে সতর্ক থাকে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মৃত্যুর পর যে নবুওয়াতের দাবি করবে সে একজন মিথ্যুক, প্রতারক, ধোঁকাবাজ। যে নিজেও পথভ্রষ্ট এবং অপরকেও পথভ্রষ্ট করবে।(ইবনে কাসীর: ৩/৪৯৩)

قال محمد جمال الدين القاسمي في تفسيره« محاسن التاويل:"

تمت الرسالات برسالته إلى الناس أجمعين وظهر مصداق ذلك بخيبة من

ادعى النبوة بعده الي أن يرث الله و من عليها

মুহাম্মাদ জামালুদ্দীন কাসেমী স্বীয় তাফসীরগ্রন্থ মাহাসিনুত তাবীলে লিখেছেন, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বিশ্ববাসীর কাছে নবী ও রাসূলরূপে প্রেরণ করার মাধ্যমে নবুওয়াত ও রিসালাত-এর অধ্যায় পূর্ণাঙ্গতা লাভ করেছে এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পর যারা নবুওয়াতের দাবি করেছে তাদের এই কুপ্রচেষ্টা ব্যর্থ হওয়াই এ বিষয়ের সুস্পষ্ট দলিল।(মাহাসিনুত তাবীল: ৬/৪৮২)

যেহেতু আল্লাহ তাআলা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে শেষ নবী ও রাসূল হিসেবে মনোনীত করেছেন, তাই তিনি তাঁকে সারা বিশ্ব ও কিয়ামত পর্যন্ত আগত সকল মানুষ এবং জিনজাতির জন্য একমাত্র নবী ও রাসূল হিসেবে মনোনীত করেছেন।

২. আল্লাহ তাআলা বলেন,

قُلْ يَاَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا

'হে নবী, আপনি বলে দিন, হে লোকসকল, নিশ্চয় আমি তোমাদের সকলের প্রতি আল্লাহ তাআলার পক্ষ হতে প্রেরিত রাসূল(সা:)(সূরা আরাফ: ১৫৮)
يقول الإمام الطبري في تفسيره قل يا محمد للناس كلهم إني رسول الله إليكم جميعا لا إلي بعضكم دون بعض كما كان من قبلي من الرسل مرسلا إلى بعض الناس دون بعض

আল্লামা তাবারী রহ. এ আয়াতের তাফসীরে বলেন, 'হে মুহাম্মাদ, সমস্ত মানুষকে বলে দিন, আমি তোমাদের সকলের প্রতি আল্লাহ তাআলার পক্ষ হতে প্রেরিত রাসূল; তোমাদের আংশিক লোকদের জন্য না, যেরূপ আমার পূর্বে প্রেরিত নবী-রাসূলগণ আংশিক জাতি বা গোত্রের জন্য প্রেরিত হতেন।' (তাফসীরে তাবারী :৯/৮৬)

৩. অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে,

وَ مَا أَرْسَلْنٰكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا

'আমি তো তোমাকে সমগ্র মানবজাতির প্রতি সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে প্রেরণ করেছি।' (সূরা সাবা-২৮)

৪. তিনি আরও বলেন,

وَ مَا أَرْسَلْنٰكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعٰلَمِينَ

'আর আমি তো তোমাকে বিশ্ববাসীর জন্য রহমত হিসেবেই প্রেরণ করেছি।(সূরা আম্বিয়া ১০৭)

৫. অন্যত্র ইরশাদ করেছেন,

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَ اَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا

'আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের ধর্মকে পূর্ণাঙ্গতা দান করলাম, তোমাদের ওপর আমার নেয়ামতকে পূর্ণ করলাম এবং ইসলামকে তোমাদের ধর্ম হিসেবে সন্তুষ্টচিত্তে স্বীকৃতি প্রদান করলাম।(সূরা মায়েদা-৩)

ইসলাম হচ্ছে সর্বশেষ নবীর আনীত সর্বশেষ ধর্ম। তাই আল্লাহ তাআলা সর্বশেষ নবীর মাধ্যমে ইসলাম-ধর্মকে একটি পূর্ণাঙ্গ ধর্ম হিসেবে ঘোষণা করেছেন।

৬. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খতমে নবুওয়তের শ্রেষ্ঠ প্রমাণ হচ্ছে পবিত্র আল-কুরআন, যার যথার্থতা ও কার্যকারিতা আজ অবধি সুস্পষ্ট আকারে বিদ্যমান এবং আল্লাহর ইচ্ছায় কেয়ামত পর্যন্ত এভাবে বহাল থাকবে। যার অনুরূপ একটি আয়াত আজ পর্যন্ত কেউ রচনা করতে পারেনি। আল্লাহ তাআলা বলেন,

قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَى أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُوْنَ بِمِثْلِهِ وَ لَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا

'হে নবী আপনি বলে দিন, যদি মানুষ ও জিনজাতি সর্বসাকুল্যে এ প্রচেষ্টায় লিপ্ত হয়, কুরআনের অনুরূপ কোনো কিছুর অবতারণ ঘটাতে, তাহলে তারা কখনোই তা করতে সক্ষম হবে না। চাই তারা পরস্পর একে অপর থেকে এ ব্যাপারে যতই সহযোগিতা গ্রহণ করুক।(সূরা ইসরা-৮৮)

খতমে নবুওয়াত-সংক্রান্ত হাদীসসমূহ:

وانه سيكون في أمني ثلاثون كذابون كلهم يرغم أنه لي وأنا عالم
البين لا نبي بعدي.

১. হযরত ছাওবান বা থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'আমার উম্মতের মধ্য থেকে ত্রিশ জন মিথ্যাবাদী আত্মপ্রকাশ করবে। তাদের প্রত্যেকে নিজেকে নবী বলে দাবি করবে। অথচ আমি খাতামুন্নাবিধ্যীন, আমার পরে আর কোনো নবী নেই।(সুনানে তিরমিযী-২২১৯,সুনানে ইবনে মাজাহ-২৯৫২)

قال رسول الله صلى عليه وسلم أهلي : أنت مني بمنزله هاورن من موسى

إلا أنه لا نبي بعدي الخ.

২. হযরত সা'দ বিন আবি ওয়াক্কাস রা. থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম আলী রা.-কে বললেন, 'মুসার পক্ষ থেকে হারুন যে (দায়িত্ব, মর্যাদা আর সম্পর্কের। স্থানে ছিলেন, আনার পক্ষ থেকে তুমি হলে সেই স্থানে, তবে (পার্থক্য এই যে,। আমার পরে কোনো নবী নেই।'(সহীহ বুখারী-৩৭০৬,সহীহ মুসলিম -২৪০৪)

তাবুক যুদ্ধে যাত্রাকালে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আলী রা.-কে মদীনায় তাঁর স্থলাভিষিক্ত করেছিলেন। আলী রা. জিহাদে না যেতে পেরে দুঃখ প্রকাশ করলেন। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে ওই কথা বলে সান্ত্বনা দিয়েছেন।

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لي خمسة أسماء, أنا محمد وأحمد، وأنا الماحي الذي يمحو
الله بي الكفر وأنا الحاشر الذي يحشر الناس

على قدمي وأنا العاقب.

৩. যুবায়ের ইবনে মুতয়িম রা. থেকে বর্ণিত, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আমি মুহাম্মাদ, আমি আহমদ, আমি মাহী, অর্থাৎ আমার মাধ্যমে কুফুরী বিমোচিত হবে; আমি হাশির, আমার (যুগের) পরই মানুষকে হাশরের মাঠে একত্র করা হবে এবং আমি

হলাম আকিব (অর্থাৎ যার পরে আর কোনো নবী নেই)।(সহীহ বুখারী: ৩৫৩২, ৪৮৯৬; সহীহ মুসলিম: ২৩৫৪; সুনানে তিরমিযী: ২৮৪০)

إن مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بني بيتا فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنة من زاوية، فجعل الناس يطوفون به ويتعجبون له ويقولون : هلا وضعت هذه اللبنة؟ قال : فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين.

৪. আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, 'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আমার ও আমার পূর্ববর্তী নবীদের দৃষ্টান্ত এই যে, এক ব্যক্তি একটি সুরম্য গৃহ নির্মাণ করল, তবে এক কোণে একটিমাত্র ইটের শূন্যস্থান রাখল। লোকেরা গৃহটির চারপাশে ঘুরে ঘুরে দেখতে লাগল এবং তার সৌন্দর্যে চমৎকৃত হতে লাগল। তবে ওই কোণটি দেখে তারা বলতে লাগল, এই ইটটি কেন বসানো হয়নি? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আমিই হলাম সেই ইট এবং আমি হলাম খাতামুন্নাবিয়্যীন।(সহীহ বুখারী: ৩৫৩৫; সহীহ মুসলিম: ২২৮৬)

مثلي ومثل الأنبياء كمثل رجل بنى دارا فأتمها وأكملها إلا موضع لبنة، فجعل الناس يدخلونها ويتعجبون منها ويقولون لولا موضع اللبنة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : فأنا موضع اللبنة جئت فختمت

الأنبياء عليهم السلام.

৫. জাবির রা. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'আমার ও আমার পূর্ববর্তী নবীদের দৃষ্টান্ত এই যে, এক ব্যক্তি গৃহ নির্মাণ করল এবং তা সুচারুরূপে সমাপ্ত করল, তবে একটি ইটের স্থান শূন্য রেখে দিল। এবার লোকেরা তাতে প্রবেশ করে তার নির্মাণকুশল দেখে চমৎকৃত হলো। কিন্তু ওই শূন্যস্থানটি দেখে বলতে লাগল, এই একটিমাত্র ইটের স্থান যদি শূন্য না থাকত!' রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'আমি হলাম সেই শূন্যস্থানের ইট। আমি প্রেরিত হলাম এবং নবী আগমনের ধারা সমাপ্ত হলো।'(সহীহ মুসলিম ২২৮৭)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ فُضِّلْتُ عَلَى الْأَنْبِيَاءِ بِسِتٍّ أُعْطِيتُ جَوَامِعَ الْكَلِمِ وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ وَجُعِلَتْ لِي الْأَرْضُ طَهُورًا وَمَسْجِدًا وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً وَخُتِمَ بِيَ النَّبِيُّونَ

৬. আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আমাকে ছয়টি জিনিস দ্বারা অন্য নবীদের ওপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করা হয়েছে: ১. আমাকে ব্যাপক তথ্যপূর্ণ ও অর্থবহ বাণী দান করা হয়েছে; ২. আমাকে প্রবল প্রভাব দ্বারা সাহায্য করা হয়েছে; ৩. আমার জন্য গনিমতের মাল হালাল করা হয়েছে; ৪. আমার জন্য মাটিকে পবিত্রকারী ও মসজিদ বানানো হয়েছে; ৫. আমাকে সমগ্র সৃষ্টিজগতের প্রতি প্রেরণ করা হয়েছে; ৬. আমার মাধ্যমে নবীদের ধারা সমাপ্ত করা হয়েছে। (সহীহ মুসলিম: ৫২৩)

৭. হযরত আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'আমিই সর্বশেষ নবী...।'(সহীহ মুসলিম -১৩৯৪)

قال ابن أبي أوفى وقد سئل عن إبراهيم ابن النبي : « مَاتَ صَغِيرًا وَلَوْ قُضِيَ أَنْ يَكُونَ بَعْدَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَبِيٌّ عَاشَ ابْنُهُ وَلَكِنْ

لَا نَبِيَّ بَعْدَهُ»

৮. ইবনে আবি আউফা রা. থেকে বর্ণিত, একবার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ছেলে ইবরাহীমের ব্যাপারে তাকে জিজ্ঞেস করা হলো; তখন ইবনে আবি আউফা রা. বললেন, সে ছোটবেলায় মারা গিয়েছে, যদি নবীজীর পর আর কোনো নবী আসতেন তাহলে তাঁর ছেলে বেঁচে থাকতেন। অথচ তাঁর পরে আর কোনো নতুন নবী আসবেন না।(সহীহ বুখারী: ৬১৯৪)

মুসলিম বিশ্বের সিদ্ধান্ত:

পূর্বের পৃষ্ঠাগুলোতে যেসব অকাট্য প্রমাণাদি পেশ করা হয়েছে, সেগুলোর প্রেক্ষাপটে সমগ্র মুসলিম উম্মাহ্ এ ব্যাপারে ঐকমত্যে উপনীত হয়েছে যে, মির্জাবাদ তথা কাদিয়ানী মতবাদের অনুসারীরা কাফের এবং ইসলামের গন্ডি বহির্ভূত। আমরা আমাদের এই স্মারক পুস্তিকাটির সাথে আলেম সমাজের যে সমস্ত ফতোয়া এবং আদালতী মামলা-মোকদ্দমার রায়সমূহের মুদ্রিত উদ্ধৃতিগুলো উপসংহার হিসাবেসংযোজন করছি যা মুসলিম বিশ্বের বিভিন্ন মতাবলম্বী, বিভিন্ন সমিতি-সংগঠন প্রকাশ করেছে। তারই সার-সংক্ষেপ নিম্নে পেশ করা হল:-

ফতোয়া:

মির্জাবাদী কাদিয়ানীদের কাফের হওয়া এবং ইসলামের গন্ডি বহির্ভূত হওয়া সম্পর্কে মুসলিম বিশ্বে যেসব ফতোয়া দেয়া হয়েছে তার সংখ্যা নির্ধারন করাও কঠিন। তবুও কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ফতোয়া সংকলনের কিছু উদ্ধৃতি দেয়া হল -

(১) ১৩৩৬ হিজরী রজব মাসে উপমহাদেশের সর্বস্তরের আলেমদের কাছ থেকে একটি ফতোয়া নেয়া হয় যা "কাদিয়ানীদের কুফরীর ফতোয়া" নামে প্রকাশিত হয়েছে। তাতে দেওবন্দ, সাহারানপুর, থানাভবন, রায়পুর, দিল্লী, কোলকাতা, বেনারস, লক্ষ্ণৌ, আগ্রা, মুরাদাবাদ, লাহোর, অমৃতসর, লুধিয়ানা, পেশোওয়ার, রাওয়ালপিন্ডী, মুলতান, হুশিয়ারপুর, ঝিলাম, শিয়ালকোট, গুজরানওয়ালা, গুজরাট, হায়দরাবাদ ডেকান, ভূপাল ও রামপুরের সমস্ত মতের এবং সমস্ত দ্বীনী

প্রতিষ্ঠানের আলেমগণ ঐকমত্যের ভিত্তিতে মির্জাবাদী কাদিয়ানীদেরকে কাফের এবং ইসলামের গন্ডি থেকে খারিজ বলে সাব্যস্ত করেছেন।

(কাদিয়ানীদের কুফরীর ফতোয়া, প্রকাশক কুতুবখানা আজিজিয়া দেওবন্দ, সাহারানপুর, ভারত দ্রষ্টব্য)

(২) এমনি ধরনের আরেকটি ফতোয়া "মির্জাবাদীদের বিয়ে বাতিল" নামে ১৯২৫ সালে অমৃতসরের আহলে হাদীস দফতর থেকে প্রকাশিত হয়। তাতে উপমহাদেশের সর্বমতের আলেমদের স্বাক্ষর রয়েছে।

(৩) বাহাওয়ালপুর মোকাদ্দমা উপলক্ষ্যে যে সব ফতোয়া আদালতে পেশ করা হয় তাতে উপমহাদেশ ছাড়া আরব বিশ্বের ফতোয়াও অন্তর্ভূক্ত ছিল। (মজলিসে তাহাফুজে খতমে নবুওয়ত, লাহোর, মুলতান কর্তৃক প্রকাশিত "হুজ্জতে শরীয়ত" দ্রষ্টব্য)

(৪) আরেকটি ফতোয়া "মুতয়াসাতু মক্কা লিত্তাবাআতি ওয়াল এ'লাম"-এর পক্ষ থেকে সাউদী আরবে প্রকাশিত হয়েছে। তাতে হারামাইন শরীফাইনসহ হেজাজ ও সিরিয়ার সর্বস্তরের ওলামাদের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত সন্নিবিষ্ট রয়েছে। তার কয়েকটি বাক্য নিম্নরূপ

(আল কাদিয়ানিয়্যাহ ফি নজরে ওলামাইল উম্মতিল ইসলামিয়্যাহ, পৃঃ ১১, প্রকাশিত মক্কা মোকাররমা) "অর্থাৎ এতে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই যে, মির্জা গোলাম আহমদ কাদিয়ানীর সকল অনুসারী তা কাদিয়ানীই হোক বা লাহোরী সবাই কাফের।"

অ-আহমদীর পিছনে নামায:

মির্জা গোলাম আহমদ লিখেছে-যারা আমাদেরকে কাফের বলে এবং অস্বীকারের রাস্তা অবলম্বন করেছে তারা ধ্বংসপ্রাপ্ত জাতি। তাই তাদের কারো এতটুকু যোগ্যতা নেই যে, আমাদের কেউ তাদের পিছনে নামায পড়বে। জীবিত লোক কি কোন মৃত লোকের পিছনে নামায পড়তে পারে? তাই মনে রেখো, খোদা তাআলা আমাকে যেমন জানিয়েছেন, তোমাদের জন্য হারাম এবং অকাট্যভাবে হারাম যে কোন মুকাফির ও অস্বীকারকারী বা কোন দ্বিধান্বিত ব্যক্তির পিছনে নামাজ পড়বে। বরং তোমাদের জন্য করণীয় এই যে, তোমাদের নামাযে ইমাম হবে তোমাদেরই দলভুক্ত কোন লোক। বোখারী শরীফের একহাদীসের অংশবিশেষে এরই দিকে ইশারা করা হয়েছে। বলা হয়েছে, যখন মসীহ পৃথিবীতে এসে যাবেন, তখন অন্য যারাই ইসলামের দাবী করবে তাদের পুরোপুরিভাবে ছেড়ে দিতে হবে এবং তোমাদের ইমাম তোমাদের লোক হবে। অতএব, তোমরা এমনটাই করো। তোমরা কি চাও যে, খোদার বিধান তোমাদের মাথায় নেমে আসুক এবং তোমাদের সকল আমল ইবাদত বিনষ্ট হয়ে যাক?" (তোহফায়ে গোলরুডিয়া, টীকা, পৃঃ ২৮)

অ-আহমদীদের সাথে বিবাহ:

মির্জা বশীরুদ্দীন মাহমুদ লিখেছে: "হযরত মসীহ মাওউদ ঐ আহমদী

ব্যক্তির উপর অত্যধিক অসন্তুষ্টি প্রকাশ করেছেন, যে ব্যক্তি কোন অ-আহমদীর নিকট তার কন্যার বিবাহ দেয়। এক লোক তাঁর নিকট বারবার এই বিষয়ে জিজ্ঞাসা করেছে এবং কতগুলো অসুবিধাও পেশ করেছে, কিন্তু তিনি তাকে এ কথাই বলেছেন যে, মেয়েকে বাড়ীতে বসিয়ে রাখ তবুও অ-আহমদীর নিকট বিয়ে দিও না। তাঁর মৃত্যুর পর লোকটি অ-আহমদীর ছেলের নিকট তার মেয়েকে বিয়ে দেয়। ফলে ১ম খলীফা তাকে আহমদীদের ইমামতি করা থেকে সরিয়ে দেন এবং দল থেকে বহিষ্কার করেন। তিনি তাঁর খেলাফতের ছয় বছরের মধ্যে একবারও তার তওবা কবুল করেননি। অথচ সে বারবারই তওবা করতে ছিল। (এখন আমি তার খাঁটি তওবা দেখে তা কবুল করে নিচ্ছি।) - (আনোয়ারে খেলাফত, ৯৪ পৃঃ)

এ আলোচনার শেষে সে লিখেছে: "কাউকে দল থেকে বের করে দেবার অভ্যাস আমার নেই, কিন্তু কেউ যদি এ হুকুম অমান্য করে তাহলে আমি তাকে দল থেকে বের করে দেবো”। (পূর্বোক্ত)

অবশ্য মুসলমানের মেয়ে বিয়ে করা তাদের জায়েয রাখা হয়েছে। এর কারণ বর্ণনা করে মির্জা বশীর লিখেছেঃ "যদি বলো, আমাদের তো তাদের মেয়ে নেয়ার অনুমতি রয়েছে, তাহলে আমি বলবো, খৃষ্টান মেয়েকেও বিয়ে করার অনুমতি রয়েছে"। (কালিমাতুল ফাসল, ১৬৯ পৃঃ)

অ-আহমদীদের জানাযার নামায:

মির্জা বশীরুদ্দীন মাহমুদ লিখেছে "এখন আরো একটি প্রশ্ন অবশিষ্ট থাকে। তাহলো, অ-আহমদী ব্যক্তি যেহেতু হযরত মসীহ মাওউদকে অস্বীকার করে অতএব, তার জানাযা না পড়া উচিত। কিন্তু যদি কোন অ-আহমদীর ছোট বাচ্চা মারা যায়, তাহলে তার জানাযা কেন পড়া হবে না? সে তো আর মসীহ মাওউদকে অস্বীকার করে নাই। আমি এই প্রশ্নকারীকে জিজ্ঞাসা করি যদি তাই হয়, তাহলে হিন্দু এবং খৃষ্টানদের বাচ্চা ও শিশুদের জানাযা কেন পড়া হয় না? তাদের জানাজা পড়ে এমন ক'জন লোক আছে? মূল কথা হলো, পিতামাতার যে ধর্ম, শরীয়ত তাদের সন্তানের জন্য সেই ধর্মই নির্ধারণ করেছে। তাই অ-আহমদীর শিশুও অ-আহমদী। সুতরাং তাদের জানাযাও পড়া হবে না।(আনোয়ারে খেলাফত, ৯৩ পৃঃ)।

আমাদের করণীয় :

তাদের মতবাদ প্রচারে সফলতা রোধে আমাদের করণীয় হতে পারে নিচের দিকগুলোতে:
১. আকীদাভিত্তিক শিক্ষা জোরদার করা

তওহীদ, রিসালত ও খাতামুননবীইন সম্পর্কে নির্ভরযোগ্য কুরআন-হাদীসভিত্তিক পাঠদান।
মাদরাসা, মসজিদ ও ইসলামিক সেমিনারগুলোতে আকীদার পাঠ আরও সুসংগঠিতভাবে উপস্থাপন।

২. তাদের ভ্রান্ত বিশ্বাস তুলে ধরা

কাদিয়ানীদের মতবাদ কুরআন-সুন্নাহর আলোকে খণ্ডন করে বই, লিফলেট, ভিডিও এবং অনলাইন কনটেন্ট তৈরি করা।
প্রচার মাধ্যমে যুক্তি ও সদ্ভাব বজায় রেখে তাদের ভুল ধারণাগুলোর প্রতিবাদ করা।

৩. সচেতনতা সৃষ্টি

সাধারণ মানুষকে সচেতন করা যেন তারা কাদিয়ানীদের দাওয়াতে প্রভাবিত না হয়।
বিভিন্ন জায়গায় আলোচনা, বক্তৃতা এবং প্রশ্নোত্তর সেশনের আয়োজন করে সচেতনতা বাড়ানো।

৪. তরুণদের মাঝে ইসলামি চেতনা জাগ্রত করা

যুব সমাজকে ধর্মীয় জ্ঞান, ভালো পরিবেশ, ও আলেমদের সাহচর্যে যুক্ত রাখা।
ইসলামি বইপত্র, পাঠচক্র, ও তরুণদের আকৃষ্ট করে এমন ইসলামিক কার্যক্রম চালু রাখা।

৫. আইনগত পদক্ষেপ ও নজরদারি

বাংলাদেশে কাদিয়ানীদের অমুসলিম ঘোষণা সংক্রান্ত আইন বাস্তবায়নে প্রয়োজনে গণসচেতনতা ও আলেম সমাজের ভূমিকা জোরদার করা।

সরকারকে অনুরোধ করা যেন তাদের ভুল প্রচার ও ধর্মীয় বিভ্রান্তি রোধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়।

৬. সোশ্যাল মিডিয়ায় সক্রিয়তা

ইসলামি দাঈ ও চিন্তাবিদদের সোশ্যাল মিডিয়ায় সক্রিয় রেখে কাদিয়ানী প্রভাব রোধে কনটেন্ট তৈরি।

তরুণদের মাঝে জনপ্রিয় প্ল্যাটফর্মে (যেমন: YouTube, Facebook, TikTok) সঠিক ইসলামি বার্তা পৌঁছানো।

উপসংহার:

কাদিয়ানী মতবাদ ইসলামের মৌলিক আকিদার পরিপন্থী একটি ভ্রান্ত মতবাদ। তাদের মতবাদ প্রচারের সফলতা মুসলিম সমাজের অসচেতনতা, ইসলামী জ্ঞানচর্চার ঘাটতি এবং দাওয়াতি দুর্বলতার ফল। তাই আমাদের করণীয় হলো—সহীহ আকিদা ও ইসলামী জ্ঞান প্রচারে সক্রিয় হওয়া, কাদিয়ানী মতবাদের ভ্রান্তি তুলে ধরা, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও মসজিদভিত্তিক সচেতনতা গড়ে তোলা এবং তরুণ সমাজকে ঈমানি চেতনায় গড়ে তোলা। দাওয়াত ও ইসলামি জাগরণই এ চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার একমাত্র পথ। এজন্য আমাদের দায়িত্বশীল, পরিশ্রমী ও ঐক্যবদ্ধ হতে হবে।